যুগান্তর

তারিখ 07 MAR 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

গোদাগাড়ীর ১৫৮ স্কুল ছুটি দিয়ে শিক্ষকদের পিকনিক

সঙ্গে উপজেলার সরকারদলীয় প্রার্থীরাও

রাজশাহী ব্যুরো

গোদাগাড়ীর ১৫৮টি প্রাইমারি স্কুল ছুটি দিয়ে পিকনিক করেছেন শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত স্থানীয় সাফিনা পার্কে অনুষ্ঠিত এই পিকনিকে শিক্ষার্থীদের নেয়া হয়নি। তবে স্থানীয় উপজেলা নির্বাচনে পিকনিক : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

পিকনিক : ছুটি দিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারদলীয় সমর্থক চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীরা এতে হাজির ছিলেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও শিক্ষক সমিতি ওই পিকনিকের আয়োজন করে। পিকনিকের জন্য বুধবার প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকরা মৌখিকভাবে একযোগে সব বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দেন। তবে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ সানাউল্লাহ জানান, শিক্ষা অফিস নয়, শুধু উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ওই পিকনিকের আয়োজন করছে। তাছাড়া শিক্ষকরা বছরে তিন দিন সংরক্ষিত ছুটি ভোগ করেন। এর অংশ হিসেবে শিক্ষকদের এই ছুটি দেয়া হয়েছে।

উপজেলার ১৫৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব প্রধান ও সহকারী শিক্ষক পিকনিকে যোগ দেন। এই শিক্ষকরা আগামী ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পিকনিক চলাকালে সমাবেশে স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতা উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী আসাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী খাইরুল ইসলাম ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী হোসনে আরাকে শিক্ষকদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানে আওয়ামী লীগ সমর্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী আসাদুজ্জামান আসান শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। তিনি নির্বাচনে শিক্ষকদের সহযোগিতাও চান।

এদিকে নির্বাচনের আগমুহূর্তে একযোগে স্কুল বন্ধ করে শিক্ষকদের পিকনিক করার ঘটনায় প্রতিবাদ করেছেন উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা একেএম আতাউর রহমান। তিনি বলেন, নির্বাচন উপলক্ষে শিক্ষকদের ডেকে নিয়ে পিকনিক খাওয়ানো নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লংঘন। তিনি অভিযোগ করে আরও বলেন, স্থানীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করার জন্য 'বিশেষ বার্তা' দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খালিদ হোসেন বলেন, সব স্কুল ছুটি দিয়ে একসঙ্গে পিকনিকে অংশ নেয়ার বিষয়টি জানার পর বিস্মিত হয়েছি। এ ব্যাপারে খোঁজ নেয়া হচ্ছে। রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নজীসা বেগম এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রাজশাহীর সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম জানান, নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘনের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।